৭।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..2 5 AUG 1995 ... ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬.....

# দেবীদ্বার থানায় কলেজ স্থাপনের হিড়িক পড়েছে

॥ নূরুর রহমান ॥

কুমিল্লা ঃ দেবিদ্বার থানায় কলেজ স্থাপনের হিড়িক পড়েছে। এই থানায় এখন ৯টি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে একই গ্রামে রয়েছে ২টি কলেজ। এছাড়া এই থানায় একটি সরকারি কলেজও রয়েছে। কলেজ স্থাপনের এই প্রতি-যোগিতার পেছনের উদ্দেশ্যটি রাজনৈতিক। লক্ষ্য আগামী সংসদ নির্বাচন। যারা কলেজ স্থাপন করছেন তারা আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হবেন।

এই থানায় ২টি পুরানো কলেজ হচ্ছে দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ ও জাফরগঞ্জ মির আবদুল গফুর কলেজ। '৯২ সালের শেষ দিকে বিএনপি দলীয় সাংসদ মনজুরুল হাসান মুন্সী একটি মহিলা কলেজ স্থাপন করেন। অধুনা এই থানায় আরো ৬টি কলেজ নির্মাণ চলছে। এগুলো হলো ঃ মোহাম্মদপুর গ্রামে ১টি, এলাহাবাদ গ্রামে ১টি, রাজমেহার গ্রামে ১টি, সুবিল ফতেহাবাদ গ্রামে ১টি ও বড় শালঘর গ্রামে ২টি। ইতিমধ্যে ৩টি কলেজে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দেয়া হয়েছে।

বিএনপি দলীয় সাংসদ মঞ্জুরুল হাসান মুন্সীর আর্থিক সাহায্যে নির্মিত হচ্ছে ঃ বড় শালঘর, রাজমেহার ও এলাহাবাদ গ্রামে ৩টি কলেজ।

জাতীয় পার্টির মন্ত্রী সাবেক সচিব এবিএম গোলাম মোস্তফা বড় শালঘর গ্রামে কলেজ স্থাপন করছেন। মোহাম্মদপুর গ্রামে কলেজ নির্মাণ করছেন আওয়ামী লীগ নেতা হুমায়ুন আহমেদ। জাতীয় পার্টির অর্থ উপমন্ত্রী সম্প্রতি আওয়ামী লীগে যোগদান-কারী ফখরুল ইসলাম মুন্সী সুবিল ফতেহাবাদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

রাজনীতিকদের তৎপরতায় দেবিদ্বার সম্ভবত দেশের সবচেয়ে বেশি কলেজ-সমৃদ্ধ থানায় পরিণত হতে যাচ্ছে।